দৃষ্টিপাত : প্রবাসে দেশের কথা

জাকিয়া আফরিন

দৃষ্টিপাতের আবির্ভাবকে আকস্মিক না বললেও চমকপ্রদ বলা যায় নির্দ্বিধায়। একজন আহত সাংবাদিককে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কে যে অঙ্কুরের যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই বছরের ব্যবধানে আজ তা বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকারে পত্রপল-ব শোভিত এক বৃক্ষ। কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশীর নিরলস প্রচেষ্টায় এই ইন্টারনেট বেইস্‌ড সংস্থাটি ২০০১ থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। চলুন পরিচিত হই দৃষ্টিপাত এবং এর স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে।

২০০১ সালের মে মাসে দৃষ্টিপাতের জন্ম সাংবাদিক টিপু সুলতানের জন্য আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। ফেনীর এই ইউএনবি প্রতিনিধি সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মক আহত হয়ে তখন মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। মোটামুটি একক উদ্যোগে টিপুকে সাহায্য করতে দৃষ্টিপাত ওয়েবসাইটটি দাঁড় করালেন নিউইয়র্কের আসিফ সালেহ। তিনি বললেন তখনকার কথা – 'অনেক মানুষ কন্ট্রিবিউট করল। তখন পর্যন্ত ভেবেছিলাম টিপুর অর্থসাহায্য সংগ্রহই দৃষ্টিপাতের লক্ষ্য। কিন্তু প্রবাসীদের মধ্যে ছিল সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করব না, মানবিক দিকটা তুলে ধরব। অক্টোবারের শেষ দিকে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকল সংখ্যালঘুর উপর অত্যাচারের কথা। আমরা বিষয়টা নিয়ে কাজ করার কথা ভাবলাম। আইন ও সালিশ কেন্দ্র সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ঢাকায় এই সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে কমিটি করে সরেজমিনে তদন্ত করা হল। তারপরই আমরা ফাণ্ডরেইজিং এর উদ্যোগ নিয়েছি।' জানালেন দৃষ্টিপাতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আসিফ সালেহ তবে এতকিছু করেও সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পায়নি মহতী এই উদ্যোগ। ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি দলনিরপেক্ষতার কারণেও আঘাত এসেছে। সরকারবিরোধী মনে করে দৃষ্টিপাতকে নিয়ে রাজনীতি করার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এর সদস্যরা। 'আমাদের দু'দিক থেকেই সমালোচনা হজম করতে হয়েছে' তবে এর জবাব দেয়া হয়েছে গতানুগতিকতার চেয়ে ভিন্নভাবে। সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসনে যে বিপুল অর্থসাহায্য প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে, তাই ছিল সমালোচনার উপযুক্ত জবাব আসিফ সালেহের কথায় – 'এটাই আমাদের উদ্দেশ্য – শে-াগান কম, কথা কম, make some differences।

একটু উষ্ণতার জন্য

একই কথা বলা যায় দৃষ্টিপাতের অতি সাম্প্রতিক উদ্যোগ 'একটু উষ্ণতার জন্য' প্রজেক্টটি সম্পর্কেও। মাত্র দু'দিনের মধ্যে ৮ হাজার ডলার সংগ্রহ করা গেছে প্রবাসীদের কাছ থেকে। 'এর মানে মানুষেরও বিশ্বাস এসে গেছে আমাদের উপর। অর্থাৎ we are on the right track।' – আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন আসিফ সালেহ। দৃষ্টিপাতের ওয়েবসাইটটিতে রয়েছে (www.drishtipat.org) তাদের সবকটি প্রজেক্ট পরিচিতি এবং শেষ হওয়া পজেক্টগুলির ফলাফল। তথ্যসমৃদ্ধ এই সাইটটির ডিসকাশন ফোরামে আগ্রহীরা আদান প্রদান করেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিংবা সম্ভাব্য প্রজেক্ট প্রপোজাল। দেশ বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মীদের স্বীকৃতি জানিয়ে বিভিন্ন লেখাও রয়েছে এতে। এছাড়া দেশ বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পরিচিতি এই সাইটটির আকর্ষণ।

দৃষ্টিপাতকে নিয়ে বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছেন এর কর্মীরা। আরো অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া, আমেরিকান একটিভিস্টদের সঙ্গে কাজ করা ইত্যাদি ছাড়াও তারা মনোযোগ দিলেন – প্রবাসের দ্বিতীয় প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট এবং অন্যান্য দেশে লোকাল চ্যাপ্টার খোলার কথাও ভাবছেন তারা। সম্পূর্ণ ইন্টারনেট পরিচালিত এই মানবাধিকার সংস্থাটি চায় দীর্ঘমেয়াদী কিছু প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে। এছাড়া রয়েছে অন্য বিবেচনা – 'সংখ্যালঘুদের বিষয়টির মত অনেক সেন্সিটিভ ইস্যু আছে, সেগুলোতে দেশের NGO'রা হাত দিতে চায় না। সে ধরনের ইস্যুতে কাজ করতে চাই। বিদেশে বসে এমন অনেক কাজ করা যায়' – বললেন দৃষ্টিপাতের আসিফ সালেহ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ব্যস্ত ওয়াল স্ট্রীট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের পেশায়। ভবিষ্যত পৃথিবীটা সুন্দর করে তোলার প্রচেষ্টায় বাকি সময়টা কাটে দৃষ্টিপাত নিয়ে। প্রবাসীরা দেশের বাইরে বসে বড় বড় কথা বলে, কাজের বেলায় কিছুনা' – এই ধারনা ভুল প্রমাণ করে প্রতিনিয়ত দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে দৃষ্টিপাত। অর্থ, সময় আর সৃজনশীল চিন্তায় প্রবাসীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের সমস্যায় সে অবদান রাখছে, সেই সাফল্যের দাবীদার দৃষ্টিপাতও। দৃষ্টিপাতের পথচলা নিষ্কণ্টক হউক। আর আসিফ সালেহ এবং তার মত নিবেদিত প্রাণ দেশকর্মীদের প্রতি আমাদের থাকুক এক বুক ভালবাসা।

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া